প্রশ্ন : নিম্নলিখিত তথ্যসূত্র অবলম্বনে একটা গল্প রচনা করো।

উত্তর : **সন্তান স্নেহ**

[সংকেত সূত্র : এক ভদ্রলোক রোজ কুকুর নিয়ে বেড়াতে যান—একদিন কুকুরের মুখের সামনে গাছ থেকে পড়ে একটি পাখির ছানা। ভদ্রলোক বিস্মিত হন—কুকুরটা প্রথমটা দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে পাখির ছানাটাকে ধরতে যায়—সেই মুহূর্তে ছানাটির মা ঝাঁপিয়ে পড়ে কুকুরটির মুখের সামনে—পাখির সাহস দেখে ভদ্রলোক স্তম্ভিত।]

অনুকূল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরে। ভারত সরকারের বিদেশ দপ্তরে চাকুরী করতেন। চাকুরি সূত্রে তাঁকে বিদেশের বিভিন্ন স্থানে কাটাতে হয়েছে। এদেশের পথঘাট তাঁর কাছে নোংরা মনে হয়; সবচেয়ে খারাপ মনে হয় তাঁর কাছে খালি গায়ের মানুষদের রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখা।

তাঁর বহুদিনের অভ্যাস কুকুর নিয়ে সকালবেলা রাস্তায় বেড়ানো। প্রত্যহ প্রায় তিন কিলোমিটারের পথ তাঁকে হাঁটতে হয় এবং এক কিলোমিটারের মত কুকুরটির সঙ্গে দৌড়তে হয়। অনুকূলবাবু বন্ধুদের কাছে প্রায়ই তাঁর প্রভুভক্ত কুকুরটির গল্প করেন। তিনি বলেন, 'মানুষের চেয়ে কুকুরই ভালবাসতে জানে। মানুষেরা বেইমানী করে; কুকুর জাতটা কখনও বেইমানী করতে জানে না।'

রাস্তায় চলার সময় তিনি নোংরা জিনিস সহ্য করতে পারেন না। কোন কিছু নোংরা জিনিস পড়ে থাকলে তিনি কুকুরটিকে ইঙ্গিত করেন। কুকুরটি তখন ছুটে গিয়ে রাস্তার উপর থেকে সেটিকে সরিয়ে রেখে দেয় এক পাশে। একবার একটা নোংরা গেঞ্জি পরা কুলিকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখে তাকে কামড়াতে গিয়েছিল।

একদিন সকালবেলা তিনি হেঁটে চলেছেন কুকুরটিকে নিয়ে; বড় রাস্তার মোড়ের কাছে এসেছেন। শীতলা মন্দিরের সামনে বটগাছের ডাল থেকে কী যেন একটা ঝুপ করে মাটিতে পড়ল। একটি পাখির ছানা; তখনো তার ডানা ভাল করে গজায়নি! পাখির ছানাটি মাটিতে পড়ে কেমন যেন করছে। অনুকূলবাবুর কুকুরটা হঠাৎ যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। তার লেজটা রীতিমত ফুলে উঠেছে—মুখ দিয়ে গর্ গর্ করে আওয়াজ বেরোচ্ছে। সামনের ডান পা-টা একটু এগিয়ে নিয়ে যেন তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তেই পাখিটাকে সে গ্রাস করবে।

অনুকূলবাবু অপ্রতিভের মত দাঁড়িয়ে আছেন। খুব মমতা হচ্ছে পাখির বাচ্চাটার জন্য; কিন্তু কিছু যেন তাঁর করবার নেই।

কুকুরটি এবার তাক্ করা শিকারীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল পাখির বাচ্চার উপর। অকস্মাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল।

সেই মুহূর্তে গাছের ওপর থেকে একটা পাখি ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুরটির সামনে— মুহূর্তে কুড়িয়ে নিল তার বাচ্চাটাকে। পাখির বাচ্চাটিকে মুখে তুলে দ্রুতগতিতে উড়ে গিয়ে বসল বটগাছটার একেবারে মগডালে।

ততক্ষণে কুকুরটাও হতভম্ব হয়ে গেছে। এ যেন তার কাছে অপ্রত্যাশিত। অপ্রত্যাশিত অনুকূলবাবুর কাছেও। পাখির বাচ্চাটির জন্য তার মা যে সাহস দেখালে মানুষের পক্ষেও তা সম্ভব কিনা—তা ভাবিয়ে তুলল অনুকূলবাবুকে। সমস্ত রাস্তা এই কথা ভাবতে ভাবতে চলেছেন প্রৌঢ় অনুকূলবাবু।

নীতিবাক্য : প্রকৃত স্নেহের কাছে বড় বিপদও তুচ্ছ হয়ে যায়।

বিঃ দ্রঃ — অনেক সময় তথ্যসূত্র না দিয়ে, কোন বিষয় উল্লেখ করে গল্প লিখতে বলতে পারে। এ ব্যাপারে তোমরা সচেতন থাকবে।